2026

Four Year Under Graduate Programme (FYUGP)

2nd Semester Examination (Under NEP)
(New Session 2024-25)

Paper Code : BNGMDC MDC-201

চলচ্চিত্র ও বাংলা সাহিত্য

Full Marks : 40 Time : Two Hours

দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান নির্দেশক।
যথাসম্ভব নিজের ভাষায় নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

বিভাগ - ক

১। চলচ্চিত্র ও সাহিত্যের মধ্যে সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি লেখো। ১০.

অথবা

নির্বাক ও সবাক যুগে অভিনয় করেছিলেন এমন দুই অভিনেতা ও অভিনেত্রীর নাম লেখো। দু'টি পত্রিকার নাম লেখো যেখানে চলচ্চিত্র সম্বন্ধে আলোচনা প্রকাশিত হয়। চলচ্চিত্র তৈরির দু'টি টেকনিকের নাম উল্লেখ করো। সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র' গ্রন্থটি সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখো। ২+২+২+৪=১০

২। সংক্ষেপে লেখো :

বাংলা চলচ্চিত্রে মন্মথ রায়ের অবদান ৫

P.T.O.

অথবা

একটি চলচ্চিত্র তৈরি থেকে মুক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করো। ৫

বিভাগ - খ

৩। যে-কোনো **একটি** চলচ্চিত্রের সমালোচনা লেখো : ১০×১=১০

(ক) ঋত্বিক ঘটক — অযান্ত্রিক

(খ) সত্যজিৎ রায় — পথের পাঁচালী

(গ) মৃণাল সেন — ভুবন সোম

বিভাগ - গ

(আবশ্যিক)

৪। নিম্নলিখিত গল্পাংশটি অবলম্বনে **চিত্রনাট্য** রচনা করো : ১৫

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জান?"

চন্দরা কহিল, 'না।"

জজসাহেব কহিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।"

চন্দরা কহিল, "ওগো, তোমার পায়ে পড়ি তাই দাও-না সাহেব। তোমাদের যাহা খুশি করো, আমার তো আর সহ্য হয় না।"

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন, "সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বলো, এ তোমার কে হয়।"

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, "ও আমার স্বামী হয়।"

প্রশ্ন হইল, "ও তোমাকে ভালোবাসে না?"

উত্তর। উঃ, ভারি ভালোবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালোবাস না?

উত্তর। খুব ভালোবাসি।

ছিদামকে যখন প্রশ্ন করা হইল, ছিদাম কহিল, "আমি খুন করিয়াছি।"

প্রশ্ন। কেন।

ছিদাম। "ভাত চাহিয়াছিলাম, বড়োবউ ভাত দেয় নাই।"

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল, "সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

"কেন।"

"ভাত চাহিয়াছিলাম, ভাত দেয় নাই।"

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজসাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন, ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিশ হইতে সেশন আদালত পর্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকিল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকোলো ছোটোখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময়

GN-4/56 - 3,700

আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত। তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, 'যাহা হউক, আমার মেয়েটির একটি সদগতি করিয়া গেলাম।' জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর?"

চন্দরা কহিল, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

ডাক্তার কহিল, "তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব।"

চন্দরা কহিল, "মরণ!—"